বাংলাদেশ প্রতিদিন

৩২.১১.০৮.২০১৭

ব্যানবেইস প্রকল্প

কোরিয়ান কোম্পানির শত কোটি টাকার দুর্নীতি!

নিজামুল হক বিপুল

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে শত কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানি এলএস ক্যাবল অ্যান্ড সিস্টেম লিমিটেড ব্যানবেইসের পরিচালক ও ইউআইটিআরসিই'র প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন না করেই অর্থ তুলে নিচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ প্রায় অনিশ্চিত। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইউআইটিআরসিই প্রকল্পের জন্য ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এলএস ক্যাবল অ্যান্ড সিস্টেম লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করে ব্যানবেইস। পরবর্তীতে এলএস ক্যাবল স্থানীয় সাব-কন্ট্রাকটিং কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১১ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু প্রায় দুই বছর শেষ হতে চললেও এখন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পারেনি এলএস ক্যাবল। সূত্র জানায়, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পের আওতায় ১২৮টি উপজেলায় ৪৪০ বর্গফুট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক, খরচ বাবদ এলএস ক্যাবলকে ২৭৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ অর্থের মধ্যে ৭০ শতাংশ কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ এবং ৩০ শতাংশ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থ। এই অর্থ বরাদ্দের পর এলএস ক্যাবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়ভাবে সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে ছোট ছোট আটটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এলএস ক্যাবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়। সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অভিযোগ উঠেছে, মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান কোম্পানি এলএস ক্যাবল ইউআইটিআরসিই প্রকল্পের প্রতিটি সাইটের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ ২ কোটি ২০ লাখ ৩২ হাজার টাকা করে। কিন্তু তারা যখন সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে তখন তথ্য গোপন করে মাত্র ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে প্রতিটির জন্য বরাদ্দ দেয়। একটি সাব-কন্ট্রাকটিং কোম্পানি ফাউন্ডেশনের মালিক মিজানুর রহমান জানান, তারা ৪ মে হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রকল্পের কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চেয়ে এলএস ক্যাবলের বিরুদ্ধে একটি রিট করলে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মুস্তফা জামান ইসলামের বেঞ্চ দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানিটির বিরুদ্ধে এই মর্মে রুলনিশি জারি করেন যে, 'কেন তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় আটটি সাব-কন্ট্রাকটিং কোম্পানিকে তাদের অতিরিক্ত কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং অফিসিয়াল আদেশের মাধ্যমে বিওকিউর বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে তা প্রদান করা হবে না।' রুট ফাউন্ডেশনের পরিচালক মিজানুর রহমান গত সপ্তাহে হাইকোর্টে একটি আরবিট্রেশন মামলা করলে আদালত বাদীর পক্ষে তিন মাসের স্থগিতাদেশ দিয়ে দুই মাস পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এলএস ক্যাবল লিমিটেডের এসব অনিয়ম নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই প্রতিষ্ঠানটি সাব-কন্ট্রাক্টরদের কাজের বিল আটকে দেওয়া এবং কাজ থেকে বাদ দেওয়ার হুমকি দেয়। এভাবে এলএস ক্যাবল ইতিমধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বাদও দিয়ে দেয়।